গদাধরগণের ঐকান্তিক গৌরভক্তি ঃ—

পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য ।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৯ ॥

নিতাই-অদ্বৈত-গদাধরগণের স্মরণ-মাহাত্ম্য ঃ—

এই তিন স্কন্ধের কৈঁলু শাখার গণন ।
যাঁ-সবা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥ ৯০ ॥
যাঁ-সবা-স্মরণে পাই চৈতন্য-চরণ ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৯১ ॥
অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯২ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

গৌরলীলামৃত-সিন্ধু—অপার অগাধ ।
কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ ॥ ৯৩ ॥
তাহার মাধুরী-গন্ধে লুব্ধ হয় মন ।
অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ ॥ ৯৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

চার্য্য, ২। গোপালদাস, ৩। হৃদয়ানন্দ, ৪। বল্লভভট্ট (ইঁহার নামানুসারে 'বল্লভ' বা 'পুষ্টিমার্গীয়' সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ), ৫। মধু-পণ্ডিত (খড়দহ হইতে দুইমাইল পূর্ব্বে 'সাঁইবোনা' গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট। ইনিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপীনাথদেবের স্থাপনকর্ত্তা ও সেবক), ৬। অচ্যুতানন্দ, ৭। চন্দ্রশেখর, ৮। বক্রেশ্বর পণ্ডিত (?), ৯। দামোদর, ১০। ভগবান্ আচার্য্য (অপর), ১১। অনন্তাচার্য্যবর্য্য (অপর), ১২। কৃষ্ণদাস, ১৩। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, ১৪। ভবানন্দ গোস্বামী, ১৫। চৈতন্যদাস, ১৬। লোকনাথ ভট্ট (শ্রীঠাকুর নরোত্তমের গুরু, যশোহর-জেলায় তালখড়ি-নিবাসী, বৃন্দাবনের 'শ্রীরাধাবিনোদ'-স্থাপক এবং ভূগর্ভ ঠাকুরের প্রগাঢ় বন্ধু) (?), ১৭। গোবিন্দাচার্য্য, ১৮। অক্রূর ঠাকুর, ১৯। সঙ্কেতাচার্য্য, ২০। প্রতাপাদিত্য, ২১। কমলাকান্ত আচার্য্য, ২২। যাদবাচার্য্য, ২৩। নারায়ণ পড়িহারী (ক্ষেত্রবাসী)।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম বিবৃত। আদিলীলাই গার্হস্থ্যলীলা, অন্ত্যলীলাই সন্ন্যাসলীলা। তাহার (অন্ত্যলীলার) প্রথম ছয় বৎসরে 'মধ্যলীলা'-নামে দক্ষিণদেশে, বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন ও নামপ্রচার। শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র—জগন্নাথ মিশ্র। তিনি নবদ্বীপে বাস করিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমে আটটী কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মিবার পর পরলোক গমন করিলে নবম-গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সিংহ-লগ্নে সিংহ-রাশিতে চন্দ্র-গ্রহণের সময় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের সহিত গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। শিশুর জন্ম শুনিয়া আর্য্যাগণ অনেক উপায়নের সহিত শিশুদর্শনে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কোষ্ঠী ও কর গণনা করিয়া তাঁহাতে মহাপুরুষের চিহ্ন পাইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরপ্রসাদে অধম ব্যক্তিরও তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যতা ঃ—

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসন্নতা-ক্রমে এই অধমজনও তল্লীলা-বর্ণনে সদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

অনুভাষ্য

১। যস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য) প্রসাদতঃ (অনুকম্পয়া) অয়ং (মাদৃশঃ) অধমঃ অপি তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ যোগ্যঃ স্যাৎ, স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু।

জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস ।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় দামোদর-স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত ।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥ ৪ ॥

ভক্ত-চন্দ্রের হরিভজন-কিরণে জীবের অজ্ঞান-তমো-বিনাশ ঃ—

জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পূর্ণচন্দ্রগণ ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥ ৫ ॥

গৌরলীলা-বর্ণনারম্ভ ঃ—

এই ত' কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলাক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৬ ॥

প্রথমে সূত্ররূপে, পরে সবিস্তার বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

প্রথমে ত' সূত্ররূপে করিয়ে গণন ।
পাছে বিস্তার করিব তার বিবরণ ॥ ৭ ॥

মহাপ্রভুর ৪৮ বৎসর প্রকটলীলা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি ।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৮ ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ৯ ॥

প্রথম ২৪ বৎসর নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলা, শেষ ২৪ বৎসর নীলাচলে সন্ন্যাস-লীলাভিনয় ঃ—

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস ।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১০ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১১ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের ৬ বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে কৃষ্ণান্বেষণ ও প্রচার ঃ—

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন ।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে ।
কৃষ্ণপ্রেম-লীলামৃতে ভাসা'ল সকলে ॥ ১৩ ॥

গার্হস্থ্য-লীলাই আদিলীলা এবং সন্ন্যাস-লীলাই মধ্য ও অন্ত্যলীলা ঃ—

গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—'আদি'-লীলাখ্যান ।
'মধ্য'-'অন্ত্য'-নামে—শেষলীলার দুই নাম ॥ ১৪ ॥

'চৈতন্যচরিতে' মুরারিকর্ত্তৃক আদিলীলার এবং 'কড়চায়' স্বরূপকর্ত্তৃক শেষ-লীলার গ্রন্থন ঃ—

আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত ।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৫ ॥
প্রভুর মধ্য-শেষ-লীলা স্বরূপ-দামোদর ।
সূত্র করি' গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৬ ॥

এতদুভয়ের সূত্রই প্রভুর লীলা-বর্ণনের আকর ঃ—

এই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া ।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৭ ॥

আদিলীলার চারিভাগ ঃ—

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারিভেদ ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৮ ॥

শুভ ফাল্গুনী-পূর্ণিমার বন্দনা ঃ—

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্ ।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ১৯ ॥

চন্দ্রগ্রহণ-ছলে জীবকে হরিনামে প্রবর্ত্তন ঃ—

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় ।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয় ॥ ২০ ॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা ।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া ॥ ২১ ॥

আদিলীলায় সর্ব্বত্র হরিনাম-প্রবর্ত্তন ঃ—

জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে ।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২২ ॥

নাম লওয়াইবার ছলে ক্রন্দন ও নামেই নিবৃত্তি ঃ—

বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি' রহয়ে রোদন ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। শ্রীমুরারিগুপ্তের আদিলীলার সূত্র এখনও বর্ত্তমান ; তাহা দেখিয়া এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা-সূত্র শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়া বৈষ্ণবসকল বর্ণনা করেন।

১৯। বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতিযুগসম্ভবে। চতুর্দ্দশ-শতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে।। ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে। রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটোঽভবৎ।।

সেই সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনাম-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন।

অনুভাষ্য

১৯। যস্যাং (ফাল্গুন-পৌর্ণমাস্যাং) কৃষ্ণনামভিঃ [সহ] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ (রাধাকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহঃ মূলাবতারী গোলোকনাথঃ) [নিজলোকতঃ গৌরপ্রকোষ্ঠাৎ প্রপঞ্চে ভৌমনবদ্বীপে] অবতীর্ণঃ, তাং সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং ফাল্গুন-পূর্ণিমাং (প্রাপঞ্চিক-কালাবতীর্ণাম্ অপ্রাকৃতাং সেবাপরাং তিথিরূপাং দেবীম্ (অহং) বন্দে।

তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া সকলেরই নামোচ্চারণ ঃ—

অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধুজন ॥ ২৪ ॥

'গৌরহরি' নামের আদি সূচনা ঃ—

'গৌরহরি' বলি' তারে হাসে সর্ব্বনারী ।
অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি' ॥ ২৫ ॥

বয়োবৃদ্ধির সহিত সর্ব্বকালে জীবকে নামে প্রবর্ত্তন ঃ—

বাল্য বয়স—যাবৎ হাতে খড়ি দিল ।
পৌগণ্ড বয়স—যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৬ ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন ।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৭ ॥

পৌগণ্ডে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-সূত্রে প্রতি বিষয়ে কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা এবং প্রবর্ত্তন ঃ—

পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে ।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৮ ॥
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য ।
শিষ্যের প্রতীত হয়,—সবার আশ্চর্য্য ॥ ২৯ ॥

সকলকেই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তন ঃ—

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥ ৩০ ॥

কৈশোরে স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া সকলকে নামে প্রবর্ত্তন ঃ—

কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন ।
রাত্র-দিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ৩১ ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া ।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩২ ॥

নবদ্বীপে পূর্ণ ২৪ বৎসরই জীবকে নামে প্রবর্ত্তন ঃ—

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে ।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥ ৩৩ ॥

নীলাচলে শেষ ২৪ বৎসরের ৬ বৎসর আসমুদ্র-হিমাচল নামপ্রেম-প্রচার ঃ—

চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস ।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৩৪ ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর ।
নৃত্য, গীত, প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৫ ॥
সেতুবন্ধ, আর গৌড়-ব্যাপি বৃন্দাবন ।
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৬ ॥

ঐ ৬ বৎসরই—মধ্যলীলা ও কেবল নামপ্রচারময় ঃ—

এই 'মধ্যলীলা'—নাম লীলা-মুখ্যধাম ।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ—'অন্ত্যলীলা' নাম ॥ ৩৭ ॥

অবশিষ্ট ১৮ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর কেবল কীর্ত্তন-নর্ত্তনদ্বারা প্রেমপ্রচার ঃ—

তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ৩৮ ॥

শেষ ১২ বৎসর কৃষ্ণবিরহে কেবল স্বয়ং অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও প্রেমাবস্থা-প্রদর্শন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে ।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-ছলে ॥ ৩৯ ॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৪০ ॥

উদ্ধবদর্শনে শ্রীরাধার ন্যায় মহাপ্রভুর মহাভাব ঃ—

শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রিদিনে ॥ ৪১ ॥

স্বরূপ ও রায়সহ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দ আলোচনা ঃ—

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত ।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। ব্যাকরণ-সূত্র, তাহার বৃত্তি ও টীকা শিষ্যদিগকে পড়াইবার সময় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া গোস্বামী মহোদয়গণ (শ্রীজীবপ্রভু) পরে 'লঘু' ও 'বৃহৎ' এই দুইখানি 'হরিনামামৃত-ব্যাকরণ' রচনা করিয়াছেন। সেই দুইখানি ব্যাকরণ পাঠ করিলে জীবের শব্দ-জ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি উদিত হয়।

৩২। শ্রীনবদ্বীপধাম—জাহ্নবী-বেষ্টিত, যোলক্রোশ পরিধির অন্তর্গত ; তাহাতে নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ 'অন্তঃ', 'সীমন্ত', 'গোদ্রুম', 'মধ্য', 'কোল', 'ঋতু', 'জহ্নু', 'মোদদ্রুম' ও 'রুদ্র'—এই নয়টী দ্বীপ বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর-গ্রামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন। এইসকল নগরে

অনুভাষ্য

২৮-২৯। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১ম অঃ—"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। সূত্রবৃত্তি-টীকায় সকলে হরিনাম।। প্রভু বলে,—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন।। কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে। ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে।। কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে।। শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি' মরে।।"

৩৯। জাতপ্রেম-ব্যক্তি সম্ভোগের পুষ্টিকারক অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে অবস্থান করেন। এই প্রেমাবস্থা শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে নিজে আস্বাদন করিবার মানসে শিখাইয়াছেন। বিপ্রলম্ভের অনুদয়ে সম্ভোগের পুষ্টি নাই।

শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-চেষ্টোত্থ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনদ্বারা নিজ-বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ ঃ—

কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত ।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪৩ ॥
অনন্ত চৈতনলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা ।
কে বর্ণিতে পারে, তাহা বিস্তার করিয়া ॥ ৪৪ ॥

স্বয়ং অনন্তদেবও গৌরলীলার অন্ত পাইতে অসমর্থ ঃ—

সূত্র করি' গণে যদি আপনে অনন্ত ।
সহস্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৫ ॥

মুরারি ও শ্রীস্বরূপের স্ব-কৃত সূত্রে আদি ও শেষলীলার গ্রন্থন ঃ—

দামোদর-স্বরূপ, আর গুপ্ত মুরারি ।
মুখ্যমুখ্যলীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি' ॥ ৪৬ ॥

সেই সূত্রাবলম্বনে ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের গৌরলীলা-বর্ণন ঃ—

সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥

বৃন্দাবনদাসের রচনা-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

চৈতন্য-লীলার ব্যাস,—দাস বৃন্দাবন ।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নগরে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু প্রেমভক্তিদ্বারা ত্রিভুবন প্লাবিত করিলেন।

অনুভাষ্য

৪১। সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, উদ্ধব-দর্শনে শ্রীমতী বৃষভানুজার 'চিত্রজল্প'-ভাবময় শ্রীগৌরসুন্দর। অসূয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞামুদ্রাদ্বারা রাধিকা কৃষ্ণের অকৌশলোদ্গার করিতে গিয়া ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া যে প্রজল্প করিয়াছিলেন, সেইসকল ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর মগ্ন ছিলেন—আদি, ৪র্থ পঃ ১০৭-১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪২। বিদ্যাপতি—মিথিলাবাসী জনৈক বৈষ্ণবকবি। রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছিমাদেবীর রাজ্যকালে তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথমপাদে তিনি গীত রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালের প্রায় একশতবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার উদয়কাল। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ এবং ইঁহার দ্বাদশ অধস্তন বর্ত্তমানকালে জীবিত আছেন। ইঁহার রচিত কৃষ্ণগীতসমূহে প্রচুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের আদর্শ পাওয়া যায়। ঐভাবগুলি শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদনীয় ছিল।

জয়দেব—বঙ্গাধিপ 'লক্ষ্মণসেন' রাজার রাজ্যকালে ইনি ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে উদ্ভূত হন। ঐকাল কাহারও মতে একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দী। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপ-নগরে ইনি অনেকদিন বাস করেন। বীরভূম জেলার 'কেন্দুবিল্ব' গ্রামে, অন্য কাহারও মতে উৎকলদেশে, অপরের মতে দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের জন্মস্থান। তিনি শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার কবিতাগ্রন্থের নাম 'গীতগোবিন্দ' বা 'অষ্টপদী'। ইহাতেও প্রচুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের সমাবেশ দেখা যায়। শ্রীভাগবত-কথিত রাসস্থলী হইতে ব্রজরাজকুমারের উৎক্রমণোপলক্ষে যে সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের অবতারণা, তাহা ইহাতে বর্ণিত। অষ্টপদীর টীকা ও টীকাকারগণের নাম 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'য় (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

চণ্ডীদাস—ইনি বীরভূম-জিলার অন্তর্গত 'নান্নুর'-গ্রামে

অনুভাষ্য

বিপ্রকুলে চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথম পাদাবসানে জন্মগ্রহণ করেন।

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহার লেখনীতে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসের প্রচুরতা আছে।

চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তগণের প্রস্ফুটিত ভাবাবলীই শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় আস্বাদনীয় বস্তু ছিল। শ্রীরাধাভাবেই বিভাবিত হইয়া, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ রায়—এই দুই অন্তরঙ্গভক্তের সহিত বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনদ্বারা কৃষ্ণচন্দ্র আপন-বাঞ্ছা-পূরণ করিয়াছিলেন।

পরমহংসকুল-শিরোমণি শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরায় রামানন্দের ন্যায় অদ্বিতীয় চিন্ময় কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তার সহিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে ভক্তত্রয়ের রচিত অপ্রাকৃত গীতিসমূহ আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই অদ্বিতীয় ভোক্তা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি "কৃষ্ণময়ী" শ্রীরাধিকার মহাভাববৈচিত্র্যসমূহের বিকাশ,—তাহা এই নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের ভোগ ও ত্যাগ—এই উভয় ব্যাপারে উদাসীন, পরমমুক্ত ও নিষ্কিঞ্চন, শ্রীরাধাদাস্যে নিত্য অভিলাষী, মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই নিত্য অনুসরণের বিষয়। প্রাকৃত কাব্যরসামোদী, নিরীশ্বর সাহিত্যপ্রিয়, দেহারামী ব্যক্তিগণ গবেষণার নিমিত্ত এবং প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য 'রাগানুগ' অভিমান করিয়া চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীতিসমূহের যে আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, তৎফলে জগতের ব্যভিচার ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে নিরয়গামী করায়। এজন্য দেহাত্মবুদ্ধি, অসত্তৃষ্ণাময়, অনর্থযুক্ত অনধিকারী পাছে পরমমুক্তকুলের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাবিলাসকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার বৈরস্যময় কুৎসিত কামক্রীড়া-বিলাস বা তৎসদৃশ বলিয়া ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া বসে, তজ্জন্য রাধাকৃষ্ণ-লীলার কোনপ্রকার আলোচনা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ।

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক তৎপরিত্যক্ত অংশের বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥ ৪৯ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনকে গ্রন্থকারের মর্য্যাদা-প্রদান ঃ—

প্রভুর লীলামৃত তেঁহো করিল স্বাদন।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৫০ ॥

আদিলীলা-সূত্রারম্ভ ঃ—

আদিলীলা-সূত্র লিখি, শুন, ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৫১ ॥

বাঞ্ছাত্রয়পূরণের জন্য কৃষ্ণের গৌররূপে অবতার ঃ—

কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি' ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণের গুরুজনবর্গের অবতার ঃ—

আগে অবতারিল যে গুরু-পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫৩ ॥

গুরুবর্গের নাম ঃ—

শ্রীশচী-জগন্নাথ, শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী, আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ৫৪ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য, আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৫ ॥

শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নাম।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্গুণ-প্রধান ॥ ৫৬ ॥

উপেন্দ্রমিশ্রের সপ্ত নন্দন ঃ—

সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র—সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৭ ॥

জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণাবতারে জগন্নাথের পরিচয় ঃ—

জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব পূর্ব্বে সদ্গুণ-সাগর ॥ ৫৯ ॥

শচী ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঃ—

তাঁর পত্নী 'শচী'-নাম, পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা 'নীলাম্বর' নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৬০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস, মুরারি, মুকুন্দ ঃ—

রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য

৫৬। উপেন্দ্রমিশ্র—গৌঃ গঃ ৩৫—"পর্জ্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ। উপেন্দ্রমিশ্রঃ সঞ্জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্ত পুত্রবান্।।" শ্রীহট্ট-জিলান্তর্গত 'ঢাকা-দক্ষিণ'-গ্রামে ইঁহার নিবাস। অদ্যাপি সেই স্থানে শ্রীইন্দ্রকুমার মিশ্র প্রমুখ কেহ কেহ আপনাদিগকে তাঁহার অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিয়া বাস করেন।

৬০। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—গৌঃ গঃ ১০৪—"নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবিজন্ম যৎ। সভায়াং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে। শ্রীশচ্যা জনকত্বেন সুমুখো বল্লবো মতঃ।।" ইঁহাদের জ্ঞাতিবংশ ফরিদপুর-জিলান্তর্গত মগডোবা-গ্রামে আছেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বা 'মামুঠাকুর' পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যরূপে শ্রীক্ষেত্রে টোটা-গোপীনাথের সেবক ছিলেন। নীলাম্বরের নবদ্বীপে বাসস্থান 'বেলপুকুরিয়া'তে ছিল বলিয়া 'প্রেমবিলাসে' লিখিত আছে। আবার কাজীপাড়ায় তাঁহার বাসস্থান থাকায়, গ্রাম-সম্বন্ধে কাজী প্রভুর 'মাতুল' বলিয়াও কথিত হন। কাজীর বাস সমাধিসহ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পূর্ব্বকথিত 'বেলপুকুরিয়া' পল্লীর ঐ সব স্থানই বর্ত্তমান 'বামনপুকুর'-নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

৬১। রাঢ়দেশে—বীরভূম-জিলান্তর্গত একচক্রা-গ্রামে ; উহা ই, আই, আর, লুপলাইনে 'মল্লারপুর'-ষ্টেশন হইতে প্রায় আট মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। একচক্রা-গ্রাম উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে চারিক্রোশ ব্যাপী। 'বীরচন্দ্রপুর' বা 'বীরভদ্রপুর' একচক্রার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। বীরভদ্রপ্রভুর নাম হইতে ঐ স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর হইয়াছে।

গত ১৩৩১ সালে আষাঢ় মাসে বজ্রপাত হওয়াতে মন্দিরের চূড়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং মন্দিরটীও অনেকটা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রীমন্দিরের উপর এরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক হয় নাই।

শ্রীমন্দিরের মধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ,—নাম শ্রীবঙ্কিমরায় বা 'বাঁকা রায়'। শ্রীবঙ্কিমরায়ের দক্ষিণে—জাহ্নবা, বামে—শ্রীমতী রাধিকা। সেবায়েতগণ বলেন যে, শ্রীবঙ্কিমরায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া পরবর্ত্তিকালে তাঁহার দক্ষিণে জাহ্নবা-মাতা স্থাপিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্দিরে আরও অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরে অপর এক সিংহাসনে 'মুরলীধর' ও 'রাধামাধব' শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত এবং অন্য একটী পৃথক্ সিংহাসনে মুর্শিদাবাদ-জিলার বিপ্রঘাটী-গাদির শ্রীমনোমোহন, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীনিতাই-গৌরবিগ্রহকে এক বৎসরকাল যাবৎ একচক্রাতে আনিয়া সেবা করা হইতেছে। একমাত্র শ্রীবঙ্কিমরায়ই প্রাচীন ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ বলিয়া কথিত। প্রবাদ যে, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে যমুনার জলে শ্রীবঙ্কিম-

সর্ব্বশেষে স্বয়ং অবতীর্ণ ঃ—

অসংখ্য ভক্তের করাইলা অবতার ।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬২ ॥

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতই সকলের পূজ্য ও প্রধান ঃ—

প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ ।
অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য

রায়-বিগ্রহ ভাসিতেছিলেন ; শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সেই বিগ্রহকে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সেবার্থে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বীর-চন্দ্রপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে 'ভড্ডাপুর'-নামক স্থানে নিম্ববৃক্ষের তলে শ্রীমতী প্রকাশিতা হন। এইজন্যই অনেকে পূর্ব্বে বঙ্কিমরায়ের শ্রীমতীকে "ভড্ডাপুরের ঠাকুরাণী"-নামে অভিহিত করিতেন। শ্রীমন্দিরে অন্য এক সিংহাসনে বাঁকা-রায়ের দক্ষিণ-দেশে 'যোগমায়া' অবস্থিতা। শ্রীমন্দির ও জগমোহন উচ্চ পাকা ভিটার উপর অবস্থিত। সম্মুখেই নাতিবৃহৎ নাটমন্দির। শুনা যায় যে, শ্রীবাঁকা-রায়ের মন্দিরের উত্তরাংশে 'ভাণ্ডীশ্বর' শিব ছিলেন এবং হাড়াই পণ্ডিত সেই বৈষ্ণবরাজ শিবের আরাধনা করিতেন। অধুনা সেই শিবলিঙ্গ অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং সেই স্থানে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কোন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই। বীরভদ্রপ্রভুর সময়ের মন্দির ১২৯৮ সালে ভগ্ন হইলে 'শিবানন্দ স্বামী'-নামক জনৈক ব্রহ্মচারী সেই মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য সতর সের দশ ছটাক চাউলের বন্দোবস্ত আছে।

সেবায়েত গোস্বামিগণ নিত্যানন্দান্বয় শ্রীগোপীজন-বল্লভানন্দের শাখা-বংশ। সেবার জন্য গোস্বামিগণের নামে জমিদারী বন্দোবস্ত আছে, তাহা হইতেই সেবা চলে। গোস্বামিগণ—তিন সরিক, পালাক্রমে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী জমিদারীর আট আনা আটগণ্ডা, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি পাঁচ আনা চৌদ্দ গণ্ডা এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়—('গোস্বামি'গণের দৌহিত্র-সন্তান) এক আনা আঠার গণ্ডার অংশীদার।

মন্দির হইতে কিছুদূরে 'বিশ্রামতলা' নামক স্থান। প্রবাদ, এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাল্যকালে সখাগণের সহিত নানাবিধ ব্রজলীলা ও রাসলীলার অভিনয় করিতেন।

'আমলীতলা'-নামক স্থানে একটী বিস্তৃত তিন্তিড়ী-বৃক্ষ বিরাজিত। নেড়াদি-সম্প্রদায় এই স্থানের সম্বন্ধে নানাবিধ মনগড়া গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবাদ যে, "শ্বেতগঙ্গা" নামক একটী দীর্ঘিকা বীরভদ্র প্রভুর বারশত নেড়া খনন করিয়াছিলেন। কিছু-দূরে গোস্বামিগণের সমাধি-স্তম্ভ ; মৌড়েশ্বর হইতে দ্বারকেশ্বর নদ পর্য্যন্ত উত্তরবাহিনী যমুনা পার হইয়া অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সূতিকা-মন্দির। সূতিকা-মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীন নাটমন্দির অবস্থিত ছিল, এখন তাহা ভগ্ন হইয়া বিস্তৃত বটবৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তিসময়ে সেই প্রাঙ্গণে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। জগমোহনের প্রস্তর-ফলকে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার কারফরমার স্মৃতিরক্ষার্থ ১৩২৩ সাল, বৈশাখ-মাসে এই মন্দির-সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

যে-স্থানে সূতিকা-মন্দির অবস্থিত, সেই স্থানকে "গর্ভবাস"-নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় ৪৩ বিঘা জমি সেবার জন্য বন্দোবস্ত আছে ; তন্মধ্যে ২০ বিঘা নিষ্কর—উহা দিনাজপুরের মহারাজের জমি। গর্ভবাসের নিকট হাড়াই পণ্ডিতের টোলগৃহ ছিল।

ঐ স্থানের সেবায়েতগণের নাম—(১) শ্রীরাঘবচন্দ্র গোস্বামী (ব্রজের 'চম্পকলতা'—গৌঃ গঃ ১৬২ (?) গোবর্দ্ধনবাসী, তিরোভাব-তিথি—জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী), (২) জগদানন্দ দাস (তিরোভাব-তিথি—রাধাষ্টমী), (৩) কৃষ্ণদাস (চিড়িয়া-কুঞ্জের, তিরোভাব-তিথি—কৃষ্ণজন্মাষ্টমী), (৪) নিত্যানন্দদাস, (৫) রামদাস, (৬) ব্রজমোহনদাস, (৭) কানাই দাস, (৮) গৌরদাস, (৯) শিবানন্দ দাস, (১০) হরিদাস (বর্ত্তমান সেবায়েত)।

গর্ভবাস বা সূতিকা-মন্দির হইতে কিছু দূরে বকুলতলা'। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সখাগণের সহিত "ঝাল-ঝপেটা" খেলা খেলিতেন। এই বকুল-বৃক্ষটী অত্যাশ্চর্য্য—ঐ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা-গুলি ঠিক সর্পের ন্যায় মুখ-ফণাদি-বিশিষ্ট ; বোধ হয়, অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছাতেই উহারা এইরূপভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। বৃক্ষটীও খুব প্রাচীন। শুনা যায়, এই বৃক্ষের দুইটী ডাল পৃথক্ ছিল ; খেলার সময় সখাগণের এক ডাল হইতে অন্য ডালে গমনাগমন করিতে কষ্ট হয় দেখিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু শাখাদ্বয় একত্র করিয়া দেন।

'হাঁটুগাড়া'—কিংবদন্তী যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে সমস্ত তীর্থ আনিয়া সমাবেশ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি এই ধামবাসিগণ গঙ্গাদি-তীর্থে না গিয়া এই তীর্থেই স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে দধি-চিড়া-মহোৎসব করেন। প্রবাদ, তিনি এই স্থানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দধি-চিড়া ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানটী গর্ত্ত হইয়া যায় ; এইজন্যই এই স্থানটীর নাম 'হাঁটুগাড়া' হইয়াছে। বার মাস এই কুণ্ডে জল থাকে।

কার্ত্তিক-মাসে গোষ্ঠের সময় এই স্থানে বৃহৎ মেলা হইয়া

অদ্বৈতের ভক্তি-ব্যাখ্যা ঃ—

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান-কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই ॥ ৬৪ ॥

একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া ব্যাখ্যা ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান, যোগ, তপো-ধর্ম্ম নাহি মানে আন ॥ ৬৫ ॥

তাঁহাকে প্রধান-জ্ঞানে সকল বৈষ্ণবের কৃষ্ণভজন ঃ—

তাঁর সঙ্গে তাতে করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬৬ ॥

প্রকট হইয়া আচার্য্যের জীবের ইন্দ্রিয়সুখ-তৎপরতা-দর্শন ও দুঃখ ঃ—

কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি' কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক, দেখি' পাইল দুঃখ ॥ ৬৭ ॥

লোকোদ্ধার জন্য আচার্য্যের গভীর চিন্তা ঃ—

লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ সর্ব্বলোকের হইবে তারণ ॥ ৬৮ ॥

স্বয়ংকৃষ্ণের অবতারণ-দ্বারাই লোকোদ্ধারের নিশ্চয়তা ঃ—

কৃষ্ণ অবতরি' করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৯ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের অবতারণের জন্য কৃষ্ণপূজা ঃ—

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণকে আহ্বান ও কৃষ্ণের আকর্ষণ ঃ—

কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৭১ ॥

গৌরাবতারের পূর্ব্বে মিশ্র ও শচীর অষ্টকন্যার মৃত্যু ঃ—

জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল, জন্মি' জন্মি' মরে ॥ ৭২ ॥

মিশ্রের দুঃখ ও পুত্রসন্তানার্থ বিষ্ণুর আরাধন ঃ—

অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি' আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭৩ ॥

তাঁহাদের নবম সন্তান—বিশ্বরূপ ঃ—

তবে পুত্র জনমিল 'বিশ্বরূপ' নাম।
মহা-গুণবান্ তেঁহ—'বলদেব'-ধাম ॥ ৭৪ ॥

বিশ্বরূপই বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণ ঃ—

বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ'।
তেঁহ—বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ ॥ ৭৫ ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৫।৩৫)—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর বিশ্বরূপকে 'বড়ভাই' কথন ঃ—

অতএব প্রভু তাঁরে বলে, 'বড় ভাই'।
কৃষ্ণ-বলরাম দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

থাকে। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবের সময়ও বীরচন্দ্রপুরে বিরাট্ মেলা হয়। গৌঃ গঃ ১১ শ্লোক—"ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।" এবং ৫৮-৫৯ শ্লোক—"বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ। নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে।।" ইনিই ব্রজের 'বলরাম'।

৬২। আদি ৩য় পঃ ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭-৭১। আদি ৩য় পঃ ৯৫-১০৯ সংখ্যা এবং চৈঃ ভাঃ আদি, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৪। বিশ্বরূপ—শ্রীগৌরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শঙ্করারণ্য'-নাম লাভ করেন। ১৪৩১ শকাব্দে তিনি বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই)-দেশে শোলাপুর-জিলান্তর্গত 'পাণ্ডেরপুরে' অপ্রকট হন। তিনি—বিশ্বের 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত' এই উভয় কারণ। গৌঃ গঃ ৫৮-৬২ শ্লোক—"অংশাংশিনোরভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ। বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ। নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে।' গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম্মং প্রতি বাক্যং কলের্যথা—'অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদার-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। বিশ্বরূপ—পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার।

৭৭। অনন্ত ভগবান্ জগদীশ্বরে কিছুই বিচিত্র নয়—যাহাতে এই বিশ্ব বস্ত্রের তন্তুব্যাপারের ন্যায় ওতপ্রোতরূপে প্রতীত হয়।

অনুভাষ্য

পরিগ্রহঃ সন্ সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ। স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমর্পয়িত্বা পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব।।' ইতি। "নিত্যানন্দাবধূতো মহ ইতি মহিতং হন্ত সঙ্কর্ষণং যঃ" ইতি চ। যদা শ্রীবিশ্বরূপোহয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ।।"

৭৭। শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক ধেনুকাসুর-বধ-লীলাকে উদ্দেশ করিয়া পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিতেছেন,—

হে অঙ্গ (রাজন্), যস্মিন্ ইদং বিশ্বং তন্তুষু পটঃ (বসনং) যথা ওতং প্রোতং (মিথঃ সম্মিলিতং) [তথা] অনন্তে (অপরিচ্ছিন্নে) জগদীশ্বরে [তস্মিন্] ভগবতি (বিষ্ণৌ) এতৎ (অসুর-নিধনাদিকং) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং) ন হি ভবতি।

পুত্রলাভে মিশ্র-শচীর আনন্দ ঃ—

পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৯ ॥

প্রাকট্যের ১৩ মাস পূর্ব্বে কৃষ্ণের শচীগর্ভে প্রবেশ ঃ—

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥ ৮০ ॥

শচীর অলৌকিক অবস্থান্তর-দর্শনে মিশ্রের বিস্ময় ঃ—

মিশ্র কহে শচীস্থানে,—"দেখি অন্য রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥ ৮১ ॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান ॥" ৮২ ॥

দেবগণের স্তুতি-দর্শনে শচীর বিস্ময় ঃ—

শচী কহে,—"মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি' স্তুতি যেন করে ॥" ৮৩ ॥

কৃষ্ণের প্রথমে মিশ্র-হৃদয়ে, পরে শচীর হৃদয়ে প্রবেশ ঃ—

জগন্নাথ মিশ্র কহে,—"স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ ॥

কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঃ—

আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥" ৮৫ ॥

উভয়ের বিশেষভাবে নারায়ণ-সেবা ঃ—

এত বলি' দুঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। যেহেতু মহাসঙ্কর্ষণ 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত'-কারণরূপে বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁহাকে মহাপ্রভুর 'বড় ভাই' বলিয়া উক্তি করেন ; পরন্তু কৃষ্ণলোকে যে কৃষ্ণ-বলরাম, তাঁহারাই চৈতন্য-নিতাই। সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভু—মূল-সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলদেব।

অনুভাষ্য

৮০-৮৬। সিদ্ধান্ত এই যে, জগন্নাথ ও শচীর নিত্যসিদ্ধত্বহেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়,—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব' ; বসুদেবেই চিদ্বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত (ভাঃ ৪।৩।২৩ শ্লোকের গৌড়ীয়-ভাষ্যান্তর্গত 'বিবৃতি' দ্রষ্টব্য)। জড়েন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময় দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন এবং শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই ; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎ-সেবোন্মুখ চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত-গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোক—"ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।।" শ্রীধরস্বামি-কৃতটীকা—'মন আবিবেশ' মনস্যাবির্বভূব—জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।" ঐ ভাঃ ১০।২।১৮শ ও ১৯শ শ্লোকও এতৎপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'লঘুভাগবতামৃত'-স্থিত প্রকটলীলা-বির্ভাব-প্রসঙ্গে ১৬০-১৬৫ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—"ভাঃ ১০।২। ১৬ শ্লোকস্থিত 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'—এই বাক্যে কৃষ্ণ প্রথমে আনকদুন্দুভির হৃদয়ে প্রকট হন। তৎপরে আনক-দুন্দুভির হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতসমূহে লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর স্বীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন। অনন্তর দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থ সূতিকা-গৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। দেবকী প্রভৃতি যোগমায়াভিভূত হইয়া তখন মনে করেন যে, লৌকিক রীত্যনুসারেই শিশু পরমসুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ মনুষ্যোচিত অপ্রাকৃত ভাবনিচয় অতি উপা-দেয়ভাবে পরমচমৎকারময় চিল্লীলা-বিলাসের সহায় থাকিয়া মায়ামুগ্ধ মহাসূরিগণকেও বিমোহিত এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরাধামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে)। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল নিত্য যশোদার নিত্যপুত্ররূপে বিরাজমান থাকিয়া অনন্ত অপ্রকট-লীলাতেও তাদৃশ বিলাস করিতেছেন। প্রিয়তম ভক্তজনের আনন্দদায়ক এবং নিজেরও চমৎকারকারক তাদৃশী লীলার উল্লাসদ্বারা শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদার অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ-বাৎসল্য-বশে ভগবান্ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদের নিত্যপুত্র বলিয়া জানেন। শ্রীদশমে (১০।৫।১)—"আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় মহাত্মা নন্দ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।" সেই দশমেই (১০।৬।৪৩)—"উদার-হৃদয় নন্দ বিদেশ হইতে আসিয়া নিজপুত্র কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিলেন।" আবার (১০।৯।২১)—"এই ভগবান্ গোপিকাসুত দেহাত্মবাদিগণের (পক্ষে) কখনই সুখ-লভ্য নহে।"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ—"তদিদমানকদুন্দুভের্হৃদয়স্থেন স্বয়ংভগবতা রূপেণ কৃষ্ণেণ সহৈক্যং প্রাপ্য দেবকীহৃদি প্রাকট্যং গচ্ছেৎ—'ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং ('সম্যগ্‌ভূত-মেবাহিতং বৈধদীক্ষয়া অর্পিতম্' ইতি স্বামিচরণাঃ)। শূরসুতেন

১৩ মাসেও অবতরণের অসম্ভাবনা ঃ—

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস ।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে,—মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা ঃ—

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া ।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর অবতরণ ঃ—

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন ।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥ ৮৯ ॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ৯০ ॥

শশাঙ্ককে তিরস্কার করিয়াই যেন গৌরচন্দ্রের উদয় ঃ—

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন ।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥ ৯১ ॥

চন্দ্রগ্রহণ ও তদুপলক্ষে জীবের হরিনাম গ্রহণ ঃ

এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২ ॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন ।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন ॥ ৯৩ ॥

জীবের হরিনামগ্রহণ-কালে প্রভুর অবতার ঃ—

জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি' ।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য

দেবী ('শুদ্ধসত্ত্বেত্যর্থঃ' ইতি স্বামিচরণাঃ)। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।।" (ভাঃ ১০।২।১৮) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। যদ্যপি দেবকীহৃদীত্যুক্তং, তথাপি তদ্‌গর্ভস্থিতির্বোধ্যা,—'দিষ্ট্যাম্ব, তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্' (ভাঃ ১০।২।৪১) ইতি দেবস্তোত্রাৎ। ** জন্মপ্রকরণে—'দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। অবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।' (ভাঃ ১০।৩।৮) ইতি"।

"অনন্তর পূর্ব্বদিক যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী শূরসেন (বসুদেব)-কর্ত্তৃক কৃষ্ণদীক্ষাপ্রাপ্তিক্রমে জগন্মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীঅচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন—এই ভাগবত-বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীআনকদুন্দুভির (বসুদেবের) হৃদয় হইতে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হইলেন। এস্থলে যদিও 'দেবকীর হৃদয়ে' কথাটী কথিত হইল, তথাপি তদ্দ্বারা দেবকীর গর্ভাবস্থিতিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু ভাগবতে "হে মাতঃ তোমার কুক্ষিতে (গর্ভে) পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত" এই দেবস্তুতি দেখা যায়। ভগবজ্জন্মপ্রকরণেও —'পূর্ণচন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন"—এই ভাগবত-বাক্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে, "বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ-চরণ" (৭৯) এই বাক্যে মিশ্র ও শচীর নিত্য গোবিন্দচরণসেবা-নিমগ্ন হৃদয়েই শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন জানিতে হইবে।

৮৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকান্তে—"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরো হরির্ধরণীমণ্ডল আবিরাসীৎ।" অনেকগুলি ঘটনা ও নির্দ্দিষ্ট কালের সহিত এই শকে শ্রীমহাপ্রভুর উদয়কাল সমঞ্জস হয় না বলিয়া কেহ কেহ ১৪২৬ বা অন্য শকাব্দা শুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে করেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। জন্মকোষ্ঠী, যথা ঃ—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

প্রভুর জন্মকালে—মেষে শুক্র অশ্বিনী-নক্ষত্রে, সিংহে কেতু উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রে ও চন্দ্র পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্রে, বৃশ্চিকে শনি জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে, ধনুতে বৃহস্পতি পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রে, মকরে মঙ্গল শ্রবণা-নক্ষত্রে, কুম্ভে রবি পূর্ব্বভাদ্রপদে ও রাহু পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রে এবং মীনে বুধ উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রে মেষ-লগ্ন।

নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্ব-গৃহে ধর্ম্মস্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন ; দশমাধিপতি গুরু-দৃষ্ট শুক্র নবমে।

অনুভাষ্য

৯০। ষড়্‌বর্গ—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ, এই ছয়টীকে 'ষড়্‌বর্গ' বলে। লগ্নের স্পষ্টাংশ অনুসারে কথিত ষড়্‌বর্গের অধিপতি বিচার করিয়া সুলক্ষণ স্থির করিলেন।

অষ্টবর্গ—'বৃহজ্জাতকাদি' গ্রন্থ-কথিত গ্রহের তাৎকালিক স্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট রেখাপাত করিয়া অষ্টবর্গ গণিত হয়। তাহাতে ফল-যোজনাদ্বারা শুভাশুভ-নির্ণয়ের ব্যবস্থা হোরাশাস্ত্রবিদ্‌গণ করিয়া থাকেন। এই গণনাতেও চক্রবর্ত্তী মহাপ্রভুর সুলক্ষণ দর্শন করিলেন।

তৎকালে যবনেরও উপহাসচ্ছলে হরিনাম-গ্রহণ ঃ

প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৫ ॥

স্বর্গে দেবগণের আনন্দ ঃ—

'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥ ৯৬ ॥

সর্ব্বত্র আনন্দের খেলা ঃ—

প্রসন্ন হৈল দশদিক্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর জন্মলীলা-সূত্র ; হরিনাম-কীর্ত্তনের মধ্যে গৌরহরির আবির্ভাব ঃ—

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৮ ॥

অদ্বৈতের আনন্দভরে নৃত্য ঃ—

সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥ ৯৯ ॥

চন্দ্রগ্রহণে লোকের হরিধ্বনি ঃ—

দেখি' উপরাগ হাসি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ ১০০ ॥

অদ্বৈতের হরিদাসকে প্রভুর শুভাবির্ভাব-ইঙ্গিত ঃ—

জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারে-ঠোরে কহে হরিদাস।
"তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥" ১০১ ॥

শ্রীবাসের আনন্দভরে হরিনাম-কীর্ত্তন ঃ—

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ১০২ ॥

জগতের সমগ্র ভক্তের চিত্তপ্রসাদ ঃ—

এই মত ভক্তযতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০৩ ॥

হেমকান্তি শিশুর দর্শনে নর-নারীর আনন্দ ঃ—

ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি',
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০৪ ॥

দেবীগণের ব্রাহ্মণীবেশে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া গৌরদর্শন ঃ—

সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দরশন ॥ ১০৫ ॥

শূন্যে দেবাদির আনন্দ, নতি, স্তুতি ও নৃত্য ঃ—

অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০৬ ॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। 'দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস'—কোন বিশেষ কার্য্যের প্রকাশ ইহাতে যেন বোধ হইতেছে।

অনুভাষ্য

৯৯। নিজালয়—শান্তিপুরের বাটীতে। হরিদাস ঠাকুর প্রভুর জন্মদিনে শান্তিপুরে ছিলেন।

১০০। উপরাগ—গ্রহণ। মনোবলে—মনের উৎসাহে, অথবা মনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৩।১১) "স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনা হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা। কৃষ্ণাবতারোৎসব-সংভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্।।" ভগবান্ হরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণ-জন্মোৎসবে আনন্দিত হইয়া কারাগারে মনে মনে দশসহস্র ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন।

১০১। ঠারে-ঠোরে—ইঙ্গিত করিয়া।

১০৫। সাবিত্রী—ব্রহ্মার পত্নী ; গৌরী—শিবপত্নী ; সরস্বতী—নৃসিংহকান্তা, যথা শ্রীধরস্বামিটীকা—"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং

প্রভুর জাতকর্ম্ম ঃ—

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান ।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ১০৮ ॥

শুভকর্ম্মোপলক্ষে মিশ্রের দান ঃ—

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ ১০৯ ॥

মালিনী ঠাকুরাণীর ও প্রভুর মাসীর মাঙ্গলিক কৃত্য ঃ—

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে ।
সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১১০ ॥

সীতা ঠাকুরাণীর কৃত্য ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতাঠাকুরাণী' ।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥

শিশুরূপী প্রভুর অলঙ্কার ঃ—

সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥ ১১২ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥ ১১৩ ॥

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ঃ—

দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া ।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৪ ॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত ।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৫ ॥

শিশুর হেমতনু-দর্শনে নারীগণের বাৎসল্যোৎপত্তি ঃ—

সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময় ।

অনুভাষ্য

ভজে।।" শচী—ইন্দ্রপত্নী ; রম্ভা—স্বর্গনর্ত্তকী ; অরুন্ধতী—বশিষ্ঠপত্নী।

১০৬। সিদ্ধ—মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে প্রাপ্ত-দেবযোনি।

গন্ধর্ব্ব—স্বর্গীয় গায়ক, ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন ; গুহ্যলোক—ইহাদের বাসস্থান।

চারণ—'দেবানাং গায়নান্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।' দেবযোনি-বিশেষ।

১০৭। সম্ভালিতে—বুঝিতে। দেব-নর-সিদ্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বলিয়া একে অন্যের কথা বুঝিতে অসমর্থ।

১০৮। আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর ; শ্রীনিবাস—শ্রীবাস পণ্ডিত।

১১১। প্রভুর জন্মদিবসের পরে একদিন অদ্বৈতপ্রভুর অনুমতি পাইয়া তাঁহার ভার্য্যা সীতাদেবী উপহার লইয়া শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে শিশুদর্শনে আসিলেন। যদিও তৎকালে অদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে গৃহ ছিল, তথাপি নিজালয় উল্লেখ থাকায় তৎকালে তাঁহার শান্তিপুরে অবস্থানই বুঝাইতেছে।

১১২-১১৩। কড়িবউলি—সোনার কটিবলয় ; পাশুলি—রূপার পদাভরণবিশেষ ; অঙ্গদকঙ্কণ—সোনার চুড়ি, বালা, অনন্ত ; দিব্য শঙ্খ—শঙ্খনির্ম্মিত বলয়, শাঁখা ; মলবঙ্ক—বাঁক্‌মল।

হেমজড়ি—ব্যাঘ্রনখযুক্ত জড়োয়া অলঙ্কার ; কটিপট্টসূত্র-ডোরি—ঘুন্‌সি ; চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী—বিচিত্র রেশমী-বস্ত্র ; বুনি ফোতো পট্টপাড়ী—বুনা রেশমের পাড়বিশিষ্ট ফতুয়া অর্থাৎ শিশুর পরিধেয় জামা।

১১৪। গোরোচন—গোমস্তক-লব্ধ উজ্জ্বল পীতদ্রব্য বা শুষ্ক-পিত্ত ; কুঙ্কুম—কাশ্মীর-দেশজ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। "কাশ্মীর-দেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেৎ হি তৎ। সূক্ষ্ম-কেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্।। বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ। কেতকী-গন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্।। কুঙ্কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতম্। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্।।"

বস্ত্রগুপ্তদোলা—কাপড়দ্বারা আবৃত ডুলি বা থাঞ্জাম ; চেড়ী—দাসী।

১১৫। ঠাম—গঠন ; কান—কানু বা কৃষ্ণ ; কৃষ্ণের বর্ণ—ইন্দ্রনীল-ঘনশ্যাম ; বিশ্বম্ভরের বর্ণ—তদ্বিপরীত গৌরবর্ণ।

বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৬ ॥

শিশুকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষাকবচ বন্ধন ঃ—

দুর্ব্বা, ধান্য, দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবি হও দুই ভাই ।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥ ১১৭ ॥

শচী-মিশ্রের পূজা ঃ—

পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি' ।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী ॥ ১১৮ ॥

শচী ও মিশ্রের পুত্র-প্রাপ্তিতে আনন্দ ঃ—

ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৯ ॥

মিশ্র—শান্ত, সংযত ও উদার বৈষ্ণব ঃ—

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১২০ ॥

চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক প্রভুর কোষ্ঠী-গণনা ঃ—

লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,—এই তারিবে সংসারে ॥ ১২১ ॥

জন্মবৃত্তান্ত-শ্রবণ-মাহাত্ম্য ঃ—

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২২ ॥

গৌরবিরোধী বিষয়ীর দুর্ভাগ্য ঃ—

পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৮। পুত্রমাতা স্নান দিনে—অর্থাৎ পঞ্চম দিন পাঁচট ও নবম দিন নত্তা-দিবসে।

১২১। লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন—(সামুদ্রিক-মতে) লগ্নে অর্থাৎ জাতক-কুণ্ডলীতে, অঙ্গে অর্থাৎ শরীরে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১১৬। সুনির্ম্মাণ—সুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন ; ভান—ভ্রম।

১১৭। দুই ভাই—বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর।

ডাকিনী-শাঁখিনী—পার্ব্বতী-মহেশের সহবর্ত্তিনী স্ত্রী-যোনি-প্রাপ্ত অশুভকারিণী প্রেতযোনি-বিশেষ। এই সকল অপদেবতা পবিত্র নিম্ববৃক্ষে ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে যাইতে পারে না।

১১৮। পুত্রমাতা-স্নানদিনে অর্থাৎ নিষ্ক্রামণ-দিবসে। বঙ্গ-দেশে পূর্ব্বকালে জননাশৌচে বিপ্রাদিবর্ণ চারিমাস গ্রহণ করিতেন, পরে সূর্য্যদর্শন ; পরে চারিমাসের পরিবর্ত্তে বিপ্রাদি-দ্বিজবর্ণে একবিংশ দিবস জননাশৌচগ্রহণের ব্যবস্থা, কিন্তু শূদ্রাদির পক্ষে একমাস বর্ত্তমান। কর্ত্তাভজা ও সতীমা-দলে 'হরিনুটে' সদ্য-সদ্যই জননাশৌচ-নিবৃত্তি।

বঙ্গীয় সামাজিক ব্যবহারে বর্ত্তমান-কালেও এই বিদায়কালীন রীতি দৃষ্ট হয়। আত্মীয়-কুটুম্ব সামাজিকভাবে কাহারও গৃহে গমন করিলে তাঁহার বিদায়কালে সেই গৃহস্থ তাঁহাকে বস্ত্রাদি দিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নিকট তাদৃশ পূজা পাইয়া সীতাঠাকুরাণী শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

১১৯। লোকমান্য কলেবর—শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ লোকমান্য হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও লাবণ্য-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দেব, নর ও অন্যান্য লোককে সম্মান দিতে দেখিয়া পিতামাতার আনন্দ হইল।

১২০। প্রাকৃত বিষয়িগণ যেরূপ স্ত্রী-পুত্রাদির কথায় ধনাদি-ভোগের অভিমানে ব্যস্ত থাকে, শুদ্ধভক্ত জগন্নাথ মিশ্র তাদৃশ ছিলেন না। সমস্ত দ্রব্যই ভগবান্‌কে দিয়া ব্রাহ্মণাদি যোগ্যপাত্রে তদবশেষ প্রদান করিয়াছিলেন ; কেবল নিজ ভোগময়তাৎপর্য্য-ক্রমে স্বীকার করেন নাই।

১২১। গুপ্তে—অপ্রকাশ্যে।

১২৩। অমৃতধুনী—সুধা-নদী। কৃষ্ণভক্তি-সুধাস্রোতের জল-পান ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়-কূপের (আত্মার পক্ষে অস্বাস্থ্য-কর) জল পান করে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জীবন ধারণ করা উচিত নহে।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদকৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্। ন ভজেৎ সর্ব্বতো-

পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥ ১২৩ ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।

ইঁহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ।। অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্য-মীশ্বরম্। ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ।। প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষরস-সাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।। অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। সুপ্রকাশিত-রত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ।।" (ভাঃ ২।৩।১৯, ২০, ২৩)—"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎ-কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাভৃতঃ।। বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকৈব সূত, ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ।। জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।।" (ভাঃ ১০।১।৪)—"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।" (ভাঃ ৩।২৩।৫৬) —"** ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

১২৪। শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদরস্বরূপ, রূপ ও রঘুনাথদাসের শ্রীপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও তদনুগ শুদ্ধভক্ত অথবা অন্তরঙ্গভক্তগণের নিজধন। বিষয়ি-গণের ধনসমূহ মায়িক দাম ; বস্তুতঃ তাহা 'ঋণ'-শব্দবাচ্য। কৃষ্ণ-বিমুখ জীব, পরমার্থকে ধন না জানিয়া জড়-ভোগময় ঋণরূপ কামকে 'ধন' বলিয়া জ্ঞান করে। যে-সকল বস্তুকে 'ধন' জ্ঞান করিয়া বিষয়ি-জীব ব্যস্ত, তাহাতে হরিজনের ঋণবুদ্ধি আছে ; ধনবুদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে নিজকৃপারূপ ধনদানে ভগবান্ যাঁহাকে ধনী করেন, তাঁহার প্রাকৃত ধনসমূহ অপহরণ করেন। "যস্যাহমনু-গৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"ধন মোর নিত্যানন্দ"; "রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, সেই মোর **প্রাণধন**" ; "জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন, তুয়া বিনা অন্য নাহি ভায়"; "শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন। সেই মোর **প্রাণধন**" ; "প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু। অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু" ইত্যাদি।

স্মার্ত্তের শৌক্রবুদ্ধিবলে শ্রীরঘুনাথদাসের পাদপদ্মে বিপ্রত্বা-ভাবরূপ শূদ্রত্বারোপ তাহার ভক্তি-সম্পত্তিতে ঋণমাত্র ; কিন্তু তাঁহার পাদপদ্মে অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্যোপলব্ধি ভক্তের নিজ সম্পত্তি।

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর হামাগুড়ি, ক্রন্দনচ্ছলে নাম প্রচার, মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে মাতাকে জ্ঞান-প্রদান, অতিথি-বিপ্রকে প্রসাদ দিয়া নিস্তার, চোরের স্কন্ধে চড়িয়া তাহাকে ভুলাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন, ব্যাধিচ্ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য একাদশী-দিনে ভক্ষণ, বাল্য-চাপল্য, মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া নারিকেল আনিয়া দেওয়া, গঙ্গাতীরে কন্যাগণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মীদেবীর পূজা-গ্রহণ, উচ্ছিষ্টভাণ্ডপূর্ণ গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদান ও মাতৃ-আজ্ঞা পালন ; মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য—এই সকল বাল্য-লীলার প্রকরণ (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (২০।১)—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও দুষ্কর বিষয় সুকর হইয়া পড়ে, বিস্মৃত হইলে সুকরও দুষ্কর হইয়া পড়ে, সেই চৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যস্মিন্ (গৌরকৃষ্ণে) কথঞ্চন (যেন কেন প্রকারেণাপি) স্মৃতে (স্মরণপথমারূঢ়ে সতি) দুষ্করং (দুঃসাধ্যং কর্ম্ম) সুকরং (সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং) ভবেৎ, যস্মিন্ (গৌরকৃষ্ণে) বিস্মৃতে [সতি]